R. N. No. 2532/57 Phone No. 66-228, STD 03483 Regd. No.—WB/MSD—4

V. I. P.
ALFA স্যুটকেস
এখন তিন বছরের
গ্যারাণ্টিতে পাচ্ছেন
অনুমোদিত ডিলার ঃ
প্রভাত ষ্টোর
রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)
ফোন ঃ ৬৬০৯৩

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

উপহারে দেবেন
বাড়ীর ব্যবহারে নেবেন
হকিন্স প্রেসার কুকার
সব থেকে বিক্রী বেশি
অনুমোদিত ডিলার ঃ
প্রভাত ষ্টোর
দুলুর দোকান
রঘুনাথগঞ্জ দরবেশপাড়া

৮৩শ বর্ষ
১৩শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ ২২শে শ্রাবণ বুধবার, ১৪০৩ সাল।
৭ই আগষ্ট, ১৯৯৬ সাল।

নগদ মূল্য ঃ ৭৫ পয়সা
বার্ষিক ৩০ টাকা

দীর্ঘদিন ধরে বিদ্যুৎ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত ক্ষুব্ধ জনতার হাতে বিদ্যুৎকর্মী লাঞ্ছিত

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ৩১ জুলাই রঘুনাথগঞ্জ ২ ব্লকের জয়রামপুরে ট্রান্সফরমার বাক্সে হুকিং বন্ধের জন্য তালা লাগাতে গেলে স্থানীয় কিছু মানুষের হাতে রঘুনাথগঞ্জ ইলেকট্রিক সাপ্লায়ের কর্মী রাজকুমার পাল লাঞ্ছিত হন বলে খবর। এই নিয়ে থানায় এফ আই আর করেছেন বিদ্যুৎ সরবরাহ বিভাগ। ঘটনার বিবরণ নিতে গিয়ে জানা যায় ঐ অঞ্চলের বেশ কিছু বাড়ী থেকে ঐ ট্রান্সফরমার মারফৎ গোপন হুকিং এ বিদ্যুৎ টেনে এনে বাড়ীতে বাড়ীতে আলো ও ফ্যান চালানোয় বারবার ঐ ট্রান্সফরমার অকেজো হয়ে যায়। তাই হুকিং বন্ধ করতে গিয়ে বিদ্যুৎকর্মী শ্রীপাল লাঞ্ছিত হন। তাঁকে মারধোরও করা হয় বলে জানা যায়। শহরের প্রায় অঞ্চলেই প্রতিদিন বিদ্যুতের লো-ভোল্টেজ চলতে থাকায় শহরের মানুষ ক্ষুব্ধ এবং বিদ্যুৎ বিভাগের কাজে বিরক্ত। বিদ্যুৎ বিভাগীয় সূত্রে জানা যায় এই শহর এলাকায় ৫/৬টি ট্রান্সফরমার এখনই প্রয়োজন। কিন্তু ষ্টকে কোন ট্রান্সফরমার নেই। অন্যদিকে কর্মী সংখ্যাও প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম থাকায় নিয়মিত বিদ্যুৎ বিল তৈরী করাও কষ্টকর হয়ে পড়েছে। প্রত্যেক গ্রাহকের বাড়ী বাড়ী গিয়ে মিটার রিডিং নেওয়াও সম্ভব হচ্ছে না বেশির ভাগ ক্ষেত্রে। ফলে এভারেজ বিল পাঠানো হচ্ছে। এতে গ্রাহকদের ক্ষোভ বাড়ছে। রঘুনাথগঞ্জে যখন প্রথম বিদ্যুৎ চালু হয় তখন সেখানে হেড ক্লার্কসহ ১৫/১৬ জন ক্লার্ক, তিনজন ক্যাশিয়ার ছিলেন। তখন গ্রাহক ছিল হাজার চারেক। (২য় পৃষ্ঠায়)

বাস চালকের গাফিলতিতে কয়েক হাতের মধ্যে পর পর তিনজনের মৃত্যু

রঘুনাথগঞ্জ ঃ গত ৩০ জুলাই রাত ৮টা নাগাদ ফরাক্কা—বহরমপুর ভায়া রঘুনাথগঞ্জ যাত্রীবাহী বাস 'জুয়েল' (ডাব্লু জি কিউ ৮১৩) উমরপুর থেকে রঘুনাথগঞ্জ ফুলতলা আসার পথে মিয়াপুর চাল আড়ত থেকে কিছুটা গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নির্মীয়মান নর্দমার উপর ধাক্কা খেয়ে দাস বিড়ি কোং এর এক বিড়ি শ্রমিক হাবুল সেখকে (৫০) চাপা দিলে তিনি ঘটনাস্থলেই মারা যান। সেই অবস্থাতেই গতি না কমিয়ে চলতে থাকায় সামনের বাড়ীর দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে চলন্ত যাত্রীবাহী এক রিক্সার উপর পড়লে রিক্সা উল্টিয়ে যায়। দুজন যাত্রী বেঁচে গেলেও রিক্সা চালক গুরুতর আহত হন। তাঁকে জঙ্গিপুর হাসপাতালে নিয়ে এলে তিনি মারা যান। ওখান থেকে বাসটি মিয়াপুর কালীতলার সিঁড়িতে ধাক্কা খাওয়ার সময় এক অপরিচিত গরু পাইকার বাসের সামনে পড়ে নাড়িভুঁড়ি বের হয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান। এর পর পালাতে গিয়ে বাসটি মলয় বিড়ি কোং এর সামনে ঘেরা বাগানের প্রাচীরে বাধা পেয়ে থেমে যায়। বাসে যাত্রী ছিল ৩/৪ জন। ভাগ্যবশতঃ তাঁদের কোন আঘাত লাগেনি। ক্ষিপ্ত জনতার হাতে বাসটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তার ড্রাইভার ও খালাসি পালিয়ে যায়। স্থানীয় জনগণ জানান চালক সুস্থ মস্তিকে ছিল না। এ ঘটনা ঘটার আর একটি মোদ্দা কারণ চালের আড়ত থেকে মলয় বিড়ি পর্যন্ত রাস্তাটি খুব ঢালু। (২য় পৃষ্ঠায়)

গুজিরপুর বাঁধের কাজ শুরু হয়েছে জানালেন মহকুমা শাসক

রঘুনাথগঞ্জ ঃ গত ৩১ জুলাই জঙ্গিপুর সংবাদে 'বর্ষা শুরু হলেও গুজিরপুর বাঁধ ভাঙ্গাই থাকলো' সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে মহকুমা শাসক দেবব্রত পাল আমাদের সংবাদদাতাকে জানান গুজিরপুরে বাঁধ সংস্কারের কাজ শুরু করা হয়েছে ২ আগষ্ট থেকে। রঘুনাথগঞ্জ ১নং পঞ্চায়েত সমিতি এই বাঁধ সংস্কারের ভার পেয়েছেন। সংস্কারের কাজে ৭৬ হাজার টাকা মঞ্জুর হয়েছে এবং কাজ শেষ হতে ৩ সপ্তাহ সময় লাগবে।

বাসষ্ট্যাণ্ড থেকে পাঁচজনকে আটক করে পিস্তল ও গুলি উদ্ধার

জঙ্গিপুর ঃ গত ২৪ জুলাই গভীর রাতে স্থানীয় বাসষ্ট্যান্ডে ৫জন অপরিচিত ব্যক্তি ষ্ট্যান্ডের নাইট গার্ডকে তাদের রাত কাটাবার ব্যবস্থা করে দিতে বলে। এই সময় স্থানীয় ফাঁড়ির মধু কোলে, মহিউদ্দিন ও ধীরেনবাবু সেখানে পৌঁছান। জিজ্ঞাসাবাদ করে তাঁদের সন্দেহ হওয়ায় পাঁচজনকে নিকটবর্তী ফাঁড়িতে নিয়ে আসা হয়। তল্লাশী করে তাদের কাছ থেকে পাঁচটি (২য় পৃষ্ঠায়)

সিএমডি তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র পরিদর্শন ও সাবওয়ের শিলান্যাস করলেন

নবারুণ ঃ সম্প্রতি জাতীয় তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে চিফ ম্যানেজিং ডাইরেক্টর রাজেন্দ্র সিং ফরাক্কা বৃহৎ তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র পরিদর্শনে আসেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন পূর্বাঞ্চলীয় অধিকর্তা জি এস সোহল। বর্তমানে ফরাক্কায় কয়লার অভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদনে যে সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে তা নিয়ে তিনি বিশদ আলোচনা করেন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে। এছাড়াও ঐ দিনই তিনি পুরাতন কলোনীর প্রবেশ মুখে একটি সাবওয়ের শিলান্যাস করেন।

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পরিষ্কার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ৬৬২০৫

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২২শে শ্রাবণ বুধবার, ১৪০৩ সাল।

।। নট্ অ্যালার্মিং (?) ।।

পশ্চিমবঙ্গের প্রাণকেন্দ্র কলিকাতায় কিছুদিন হইতে পর পর ডাকাতি হইয়া চলিয়াছে। দিনই হউক আর রাত্রিই হউক, দুষ্কৃতীরা নানা জায়গায় হানা দিয়া টাকা পয়সা, অলঙ্কার প্রভৃতি লইয়া চম্পট দিতেছে। ব্যাঙ্ক, গৃহস্থবাড়ী, সোনার দোকান এবং অন্যান্য দোকান—কিছুই বাদ যাইতেছে না। ইহা ছাড়াও টাকা ভরতি অ্যাটাচি লইয়া উধাও হইবার ঘটনা দুর্লভ নহে। ডাকাতি করিতে যাহা অনিবার্য অর্থাৎ অস্ত্রশস্ত্র লইয়া আক্রমণ, তাহাও হইতেছে। বিগত এক পক্ষ কালের মধ্যে নগরীর বিভিন্ন জায়গায় দুর্বৃত্তদের হানা দিয়া, লোকজন জখম করিয়া অথবা গুলি করিবার হুমকি দিয়া অলঙ্কার, টাকা ইত্যাদি লইয়া চম্পট দেওয়ার খবর সংবাদপত্রে মিলিয়াছে। সেই সঙ্গে ইহাও জানা যাইতেছে যে, ডাকাতদিগকে ধরিতে পারা যায় নাই। ব্যবসায়ীর পুঁজি, গৃহস্থের যথাসর্বস্ব প্রভৃতি কাড়িয়া লইয়া ডাকাতেরা নিরাপদে রহিতেছে। প্রশাসনিক ব্যর্থতার কারণে চুরি-ডাকাতির প্রবণতা বাড়িয়া যাইতেছে। কোন সংস্থা তাহার কর্মচারিদের পারিশ্রমিক দিবার জন্য ব্যাঙ্ক হইতে টাকা তুলিয়া লইয়া যাইতে সাহস পাইতেছে না; ব্যবসায়ী ব্যাঙ্কে টাকা জমা দিতে অথবা ব্যাঙ্ক হইতে টাকা লইয়া ব্যবসায়িক ক্রিয়াকর্ম করিতে নিরাপদ নহেন। শহরবাসী ক্রমশঃ ভীতসন্ত্রস্ত হইয়া পড়িতেছেন। গৃহে বাস করাও বিপদজনক হইয়া পড়িতেছে।

সংবাদে প্রকাশ যে, রাজ্যপুলিশের সর্বোচ্চ প্রধান নাকি এই সব ডাকাতির ঘটনাকে উদ্বেগজনক বলিয়া মানিতে পারেন নাই। পুলিশ কমিশনার মহাশয়কে সাংবাদিকেরা পর পর ডাকাতি ঘটিয়া যাইবার বিষয়ে প্রশ্ন করিলে তিনি নাকি মন্তব্য করিয়াছেন যে, ৫০/৬০টি ডাকাতির কেসকে তিনি অ্যালার্মিং বলিয়া মনে করেন না। তাঁহার মতে গোটা কলিকাতা শহরে এতগুলি ডাকাতি হইতে পারে। তবে ডাকাতির সংখ্যা ১৫০টি হইলে তখন তাহা অ্যালার্মিং হইতে পারে। কিন্তু এ পর্যন্ত যত ডাকাতি হইতেছে, তাহা ভাবিবার বিষয় নহে বলিয়া নাকি তাঁহার ধারণা।

কলিকাতায় পর পর ডাকাতির ঘটনা যে কলিকাতা গোয়েন্দা পুলিশের ব্যর্থতা প্রমাণ করে, পুলিশ কমিশনার তাহা মানেন না। তিনি সংশ্লিষ্ট থানাগুলিকে এই জন্য দায়ী করিতেছেন। টহলদারি কিংবা অপরাধ দমনের ব্যবস্থা থানার কর্তব্য; ডি ডি অর্থাৎ গোয়েন্দা দপ্তরের নহে। তবে থানা ও গোয়েন্দা দপ্তরের মধ্যে যোগাযোগের ব্যাপারে একটা ফাঁক রহিতে পারে, তাহা তিনি মানিয়া লইয়াছেন। কলিকাতা পুলিশের টহলদারি গাড়ির অপ্রতুলতা, ক্রমবর্দ্ধমান জনসংখ্যা ও শহরের বিবিধ সমস্যার জন্য অপরাধ দমন খুব সহজ কাজ নহে বলিয়া পুলিশ কমিশনার নাকি মনে করেন।

শান্তিরক্ষক প্রধান কলিকাতায় ডাকাতির বা বিবিধ অপরাধের বিষয়ে যাহা মনে করিতেছেন, তাহাতে কলিকাতাবাসীর আশ্বস্ত হইবার কারণ নাই। রাজ্যে শান্তিরক্ষা, সুস্থিতি বজায় রাখা প্রভৃতি বিষয়ে পুলিশমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী পর্যায়ের যথেষ্ট দায়িত্ব আছে। পুলিশ দপ্তরকে যে অসুবিধার মধ্য দিয়া কাজ করিতে হইতেছে, তাহা মন্ত্রীপর্যায়ের গোচরীভূত করা পুলিশ কমিশনারের কর্তব্য। তিনি তাহা করিয়াছেন কিনা জানা যায় নাই; আর যদি করিয়াই থাকেন, তবে মন্ত্রীর পক্ষ হইতে কী কী ব্যবস্থা লওয়া হইতেছে, তাহা পুলিশ কমিশনার মহাশয়ের কথা হইতে কিছু বুঝা যায় নাই। যদি কেহ মনে করেন যে, পুলিশমন্ত্রীর গাফিলতি রহিয়াছে, কমিশনার মহাশয় তাহা ব্যক্ত করিতে পারেন নাই, দোষ দেওয়া যায় না। পর পর প্রায় প্রতিদিনই সংঘটিত ডাকাতিকে পুলিশ কমিশনার অ্যালার্মিং নয় বলিয়া যে মন্তব্য করিয়াছেন এবং ডাকাতির ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট থানাসমূহকে দায়ী করিয়া পুলিশ প্রধান হিসাবে তাঁহার দায়িত্ব এড়াইয়াছেন—ইহাই আশ্চর্যের বিষয়

জনতার হাতে বিদ্যুৎকর্মী লাঞ্ছিত

(১ম পৃষ্ঠার পর)

জঙ্গিপুর এবং রঘুনাথগঞ্জ পুর শহরেও সব বাড়ীতে বিদ্যুৎ সংযোগ ছিল না। সেস্থলে এখন শহর ছাড়াও আশপাশের প্রায় গ্রামেই বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ষ্টাফ কমে দাঁড়িয়েছে হেড ক্লার্কসহ ১০ জন, ক্যাশিয়ার ১ জন, লাইনস্ ম্যান ৬/৭ জন। ফলে এই অল্প সংখ্যক কর্মীদের নিয়ে ১১০০ গ্রাহকের রিডিং নেওয়া, বিল তৈরী এবং টাকা জমা না পড়লে নোটিশ দেবার কাজ করতে হচ্ছে। বিদ্যুৎ বিভাগ সূত্রে জানা যায় ৮৪-৮৫ সালে ব্যাপক কর্মী বদলীর পর সেই শূন্য পদে আজও এখানে কোন কর্মী যোগ দেননি। ফলে মুষ্টিমেয় কর্মীকে ক্ষমতার অতিরিক্ত কাজ করতে হওয়ায় কোন কাজই ঠিকমত হচ্ছে না। বাড়ছে গ্রাহকদের দুর্ভোগ। রঘুনাথগঞ্জ ১নং ব্লকের সুজাপুর, দফরপুর, রাণীনগর, দিয়ার রাণীনগর, ২নং ব্লকের সেকেন্দ্রা, রামদেবপুর, গিরিয়া, খামড়া, ইসলামপুর, খোদারামপুর, মুকুন্দপুরে লোক অভাবে নূতন কানেকসন দেওয়া যাচ্ছে না। তাই আবেদনকারীরা ক্ষুব্ধ হয়ে রয়েছেন বিদ্যুৎ সরবরাহ বিভাগের উপর। বাড়ছে হুকিং এর ব্যাপক প্রবণতা। উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে দরবার করেও কোন ফল হচ্ছে না। স্থানীয় এস, এস, সুখেন বড়াল এ সম্বন্ধে তাঁর হতাশা ব্যক্ত করে বলেন—তিনি নিরুপায়। উপরে সবকিছু জানিয়েও কাজ হচ্ছে না। তাঁর মতে সুষ্ঠুভাবে কাজ চালাতে এবং সরবরাহ ভোলটেজ অনুযায়ী ঠিক রাখতে এই অঞ্চলে এখনও অন্ততঃ পক্ষে ৫/৬ ট্রান্সফরমার ও প্রয়োজনীয় কর্মী দরকার। স্থানীয় অধিবাসীদের কথা—যদি এ অবস্থা চলতেই থাকে তবে ব্যাপক গণবিক্ষোভ দেখা দেবে এবং অসহিষ্ণু মানুষের ক্ষোভ ফেটে পড়বে স্থানীয় অসহায় বিদ্যুৎ কর্মীদের উপর।

বাস চালকের গাফিলতিতে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

গতি মন্থর না থাকলে সেখানে নিয়ন্ত্রণ রক্ষা করা একেবারে সম্ভব নয়। জনগণের দাবী এখানে গতি নিয়ন্ত্রণের জন্য পর পর কয়েকটি বাম্পার করে দেওয়া দরকার। না হলে এ ধরনের দুর্ঘটনা আরও ঘটবে বলে মনে করেন। তাঁরা জানান এ সম্বন্ধে তাঁরা মহকুমা শাসকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এবং শীঘ্র ব্যবস্থা না নেওয়া হলে বৃহত্তর গণ-আন্দোলন করতে তাঁরা বাধ্য হবেন বলে জানান।

বাসষ্ট্যাণ্ড থেকে পাঁচজনকে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

পিস্তল ও ২৬ রাউণ্ড রাইফেলের গুলি পাওয়া যায়। লোকগুলির স্বীকারোক্তিতে জানা যায় তারা ট্রেনে বাসে ছিনতাই ও ডাকাতি করে। ঐ দিনও তাদের সেই উদ্দেশ্য ছিল। এদের বাড়ী উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলায়।

লায়ন্স ক্লাবের রক্তদান শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা: গত ৪ আগষ্ট লায়ন্স ক্লাব অফ জঙ্গিপুর এবং বাড়ালা নেতাজী সুভাষ সংঘের যৌথ উদ্যোগে বাড়ালা রামদাস সেন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে একটি রক্তদান শিবির উদযাপিত হয়। শিবির উদ্বোধন করেন মহকুমা শাসক দেবব্রত পাল। মোট ৫৩ জন পুরুষ ও মহিলা স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। সংগৃহীত রক্ত কলকাতায় লায়ন্স ব্লাড ব্যাঙ্কে জমা দেওয়া হয়।

ছ'হাজার বিরল প্রজাতির কচ্ছপ পাচারের দায়ে কংগ্রেস প্রধান ধৃত

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ৪ আগষ্ট রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের জয়রামপুর এ্যাফ্লেক্স বাঁধের উপর একটি ট্রাক পুলিশ আটক করে। ট্রাকটিকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল দু'জন মোটর সাইকেল আরোহী। একজন মোটর সাইকেল আরোহীকেও পুলিশ ধরে ফেলে। অপরজন পালিয়ে যায়। ধৃত ব্যক্তি রঘুনাথপুর ২নং ব্লকের সেখালিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কংগ্রেস প্রধান দিলমহম্মদ ওরফে দিলু। ট্রাকের চালক, খালাসী ও আনিসুর রহমান নামে জনৈক ট্রাক আরোহীকে গ্রেপ্তার করা হয়। ট্রাকে বিরল প্রজাতির ৬ হাজার পিস কচ্ছপ বরফ দিয়ে ঢাকা ছিল। ওজন প্রায় দশ টন। জানা যায় ঐ কচ্ছপগুলিকে কৃষ্ণশাইল ঘাট দিয়ে বাংলাদেশে পাচার করা হচ্ছিল। আসামীদের কোর্টে চালান দিলে তাদের জামিন না মঞ্জুর হয়। কোর্টের আদেশে কচ্ছপের পিসগুলিকে মাটিতে পুঁতে দেওয়া হয়েছে।

ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রকাশ্য সভা

ধুলিয়ান : গত ২১ জুলাই স্থানীয় বড় তরফের মাঠে ফঃ ব্লকের এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। তাতে মূল বক্তা ছিলেন ফঃ ব্লকের রাজ্য সভার সদস্য এবং রাজ্যস্তরের নেতা জয়ন্ত রায়। তিনি শুরুতে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে নিয়মমাফিক কিছু বক্তব্য রেখেই বিষোদ্গার শুরু করেন সিপিএমের বিরুদ্ধে। তিনি এদিন প্রকাশ্যে জোর গলায় ঘোষণা করেন লালবাগে ছায়া ঘোষকে সিপিএমই চক্রান্ত করে হারিয়েছে। এর পরই দলত্যাগী স্থানীয় নেতা কমঃ ইউসুফ হোসেনের অসৎ চরিত্রের কু-কীর্তির কাহিনী জনসমক্ষে তুলে ধরতে গিয়ে ইউসুফকে সুবিধাবাদী, ধান্দাবাজ, চক্রান্তকারী, স্বার্থপর ও দুর্নীতিপরায়ণ ইত্যাদি বিশেষণে ভূষিত করেন। রাজনীতিকে ইউসুফ ব্যক্তিগত স্বার্থে সব সময় ব্যবহার করে জনসাধারণকে ধোকা দিয়ে নিজে এবং দাদার স্কুলে চাকরি যোগাড় করেছেন। ভাইদের নামে চাল, গম, সিমেন্টের লাইসেন্স করে নিয়েছেন। রেগুলেটিং মার্কেটিং এর মাধ্যমে প্রচুর আর্থিক দুর্নীতি করেছেন। ট্রেড ইউনিয়নের নেতা সেজে স্থানীয় সিপিএমের এক প্রভাবশালী নেতার সঙ্গে যোগসাজসে বিড়ি মালিকদের সঙ্গে গোপন আঁতাত করে শ্রমিকদের স্বার্থও বিঘ্নিত করছেন বলে তার সম্বন্ধে স্থানীয় জনসাধারণকে সজাগ থাকতে বলেন। স্থানীয় পুলিশের ভূমিকার কড়া ভাষায় নিন্দা করে পুলিশকে দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত বলে তিনি প্রকাশ্যে মন্তব্য করেন।

রাস্তার ধারের দোকান ঘর বেছে বেছে ভাঙ্গা হলে বিজেপি বাধা দেবে

রঘুনাথগঞ্জ : ছোট ব্যবসায়ীদের যাঁরা রাস্তার ধারে পুরসভা বা পঞ্চায়েতের খাস জায়গা বেদখল করে ঢপ কিংবা দোকান ঘর বানিয়ে ব্যবসা করছেন, তাঁদের কপাল ভেঙ্গেছে। খবর সরকারী আদেশে প্রশাসন থেকে ওগুলি আবার ভেঙ্গে দেওয়া হবে। বিজেপির স্থানীয় নেতা চিত্ত মুখার্জী এক সাক্ষাৎকারে জানান বেদখল জায়গা থেকে উচ্ছেদকে তাঁরা অসমর্থন করেন না। তবে তাঁরা চান পাইকারীহারে এ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক। এবং তার সাথে পুর কর্তৃপক্ষ ও পঞ্চায়েত কেন এতদিন এ সমস্ত বেআইনী কাজে বাধা দেননি তারও তদন্ত করে দোষীদের শাস্তি দেওয়া হোক। বেছে বেছে কয়েকজনের দোকান যদি ভাঙচুর করা হয় তবে বিজেপি তাতে বাধা দেবে ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন চালাতে বাধ্য হবে।

চক্ষু অপারেশন শিবির

ফরাক্কা : গত ২৮ জুলাই ফরাক্কা বেনিয়াগ্রামে সর্বমঙ্গলালয়ে (মাতঙ্গীবাবুর স্কুল বাড়ী) বিনশিরা দৃষ্টিদান সহায়ক সমিতি, মালদা শাখার উদ্যোগে বিনা ব্যয়ে চক্ষু অপারেশন শিবির অনুষ্ঠিত হয়। সর্বমোট ৪০ জনের চোখের ছানি অপারেশন করেন মালদার বিখ্যাত চক্ষু চিকিৎসক ডাঃ পিনাকীরঞ্জন রায়।

ফেরী ঘাট ইউনিয়নের কনভেনশন

রঘুনাথগঞ্জ : গত ৩০ জুলাই স্থানীয় গাড়ীঘাটে ইউ টি ইউ সি এবং সিটুর যৌথ উদ্যোগে ফেরী ঘাট ইউনিয়নের এক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন আরএসপির প্রদীপ নন্দী। উদ্বোধনী ভাষণ দেন সম্পাদক সুজিত বসু। সিটুর পক্ষে মহঃ গিয়াসুদ্দিন ও ইউ টি ইউ সির পক্ষে জাগ্রত রায়। তাঁদের দাবীগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল—ফেরী নৌকা লাগাবার নির্দিষ্ট স্থান করে দেওয়া, দুপারে বিশ্রামাগার নির্মাণ, ভটভটিতে যাত্রীবহনের নির্দিষ্ট সংখ্যা, নদীর দুপারে রেট চার্জ টাঙ্গিয়ে দেওয়া, ঘাট মালিকের অন্যায় ও জুলুম করে ভাড়া আদায় বন্ধ করা ইত্যাদি।

বাগান বিক্রয়

জঙ্গিপুর হাই মাদ্রাসার (মার্কেট) পার্শ্বে একটি পুকুর সমেত পৌনে সাঁইত্রিশ শতক ফলের বাগান বিক্রী হবে।

যোগাযোগের ঠিকানা—
মহঃ মহসিন আলি, গোফুরপুর বরোজ
পোঃ জঙ্গিপুর, থানা রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

বিপ্লবী যুব ফ্রন্টের পথসভা

রঘুনাথগঞ্জ : গত ২১ জুলাই আরএসপির সংগঠন বিপ্লবী যুব ফ্রন্টের ডাকে একটি মিছিল বিভিন্ন সমস্যা ও দুর্নীতির প্রতিবাদে শহর পরিক্রমা করে। শ্লোগানের মধ্য থেকে তাদের যে দাবীগুলি ফুটে উঠে সেগুলি হচ্ছে —হাসপাতালের দুর্নীতি রোধ, কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্রের দুর্নীতির তদন্ত, চোরাচালান বন্ধের ব্যবস্থা নেওয়া, দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি কমানো, মুর্শিদাবাদ জেলায় শিল্প স্থাপন, বেকার সমস্যা সমাধান, টিভি ও ষ্টার টিভিতে কুরুচিপূর্ণ ছবি দেখানো বন্ধ ইত্যাদি। মিছিলে নেতৃত্ব দেন যুবনেতা কমঃ সুজিত বসু।

গোগাড়ীতে চাপা পড়ে ক্ষেতমজুরের মৃত্যু

সাগরদীঘি : সম্প্রতি এই থানার বেলঘড়িয়া গ্রামের মজু সেখ (৫০) নামে এক ক্ষেতমজুর গোগাড়ীতে চাপা পড়ে মারা যান। খবর, মজু এদিন সকালে গোগাড়ীতে করে গোবর সার মাঠে নিয়ে যাচ্ছিলেন। উঁচু রাস্তা থেকে নীচে নামার সময় তিনি গাড়ী থেকে নেমে গাড়ীর সামনে ধরে এগোচ্ছিলেন। এ সময় গরুগুলো খুব দ্রুত চলার ফলে গাড়ীটি তাঁকে সামনের একটি গাছের সঙ্গে জোড় ধাক্কা দিয়ে চেপে ধরে। তিনি বুকে প্রচণ্ড আঘাত পান। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য স্থানীয় ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া হলে পথিমধ্যে তার মৃত্যু হয়।

কংগ্রেসের ডেপুটেশন মিছিল

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

কার্য্যালয় বানিয়েছেন। তাঁর সহায়তায় সিপিএমের ক্যাডারবাহিনী আশপাশের গ্রামগুলিতে ব্যাপক অত্যাচার চালাচ্ছে। এমন কি ঘরবাড়ী ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে। থানা প্রশাসন এ সব ব্যাপারে ব্যবস্থা নিচ্ছে না, বরং উল্টে কংগ্রেস সমর্থকদের পুরুষ মহিলা নির্বিশেষে গ্রেপ্তার করছে। তারই প্রতিবাদে এই থানার আইন অমান্য আন্দোলনে ৩ হাজার আন্দোলনকারীকে গ্রেপ্তার করে পরে মুক্তি দেওয়া হয়। গ্রেপ্তার বরণ করেন প্রথম সারির নেতা হাজি হাসান আলী, ডাঃ কালিকুমার গুপ্ত ও নজেদ আলী বিশ্বাস প্রমুখ।

At First in Jangipur
STD / ISD, PCO BOOTH
Jangipur Kathmill
(Bus Stand)

ফাইভষ্টার ভি ডি ওর নয় কাঠা জমিসহ ½ অংশ বিক্রী আছে। যোগাযোগ করুন।
ফাইভষ্টার ভি ডি ও হল
রঘুনাথগঞ্জ গাড়ীঘাট

কংগ্রেসের ডেপুটেশন মিছিলে বিধায়কদের অনশন ও কারাবরণের হুমকী

রঘুনাথগঞ্জ ঃ গত ৬ আগষ্ট গ্রামে গ্রামে পুলিশের সন্ত্রাস সৃষ্টির বিরুদ্ধে স্থানীয় বিধায়ক হবিবুর রহমানের নেতৃত্বে কংগ্রেসের এক বিশাল মিছিল শহর পরিক্রমার পর মহকুমা শাসকের দপ্তরে ডেপুটেশন দেয়। মিছিলে প্রধানতঃ রঘুনাথগঞ্জ থানার ওসি প্রবীর রায়ের বিরুদ্ধে বিভিন্ন শ্লোগান ও তাঁর শাস্তির দাবী জানান হয়। সম্প্রতি রঘুঃ ২ ব্লকের সেকেন্দ্রা ও লালখাঁনদিয়ারে ওসি প্রবীর রায় ও এসডিপিও স্বপন মাইতি যুগ্মভাবে বিভিন্ন রাজনৈতিক সংঘর্ষে অভিযুক্ত আসামীদের বাড়ীতে না পেয়ে বাড়ীর মহিলাদের উপর অত্যাচার চালান বলে কংগ্রেস অভিযোগ করে। ডেপুটেশনে নবগ্রামের বিধায়ক অধীররঞ্জন চৌধুরীর উপস্থিত থাকার কথা প্রচার হওয়ায় মহকুমা শাসক অফিস প্রাঙ্গণে স্বভাবতই উৎসুক মানুষের ভীড় উপচে পড়ে। তবে অধীরবাবু শেষ পর্যন্ত আসেননি। কংগ্রেসের জেলা সহ-সভাপতি আলি হোসেন মন্ডল ও জেলা সম্পাদক অপূর্ব রায় উপস্থিত ছিলেন। মহকুমার চার কংগ্রেস বিধায়ক ছাড়াও ভগবানগোলা ও বহরমপুরের বিধায়কদ্বয় উপস্থিত ছিলেন। প্রত্যেক বক্তা বামফ্রন্টের আমলে পুলিশ প্রশাসনের নির্লজ্জ চাটুকারিতায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন। মহঃ সোহরাব, হুমায়ুন রেজা ও মাইনুল হক তাঁদের বক্তব্যে বিধানসভা এলাকায় পুলিশের তান্ডবের কিছু নিদর্শন তুলে ধরেন। ফরাক্কার বিধায়ক মাইনুল হক তাঁর বক্তব্যে মহকুমা শাসককে মুখ্যমন্ত্রী তাঁর জমিদারীর টাকায় মাইনে দেন কিনা প্রশ্ন রাখেন। এছাড়া মহকুমা পুলিশ প্রশাসককে পুলিশের চাকরী না করে অধ্যাপনার কাজ করাই উপযুক্ত ছিল বলে মাইনুল মন্তব্য করেন। সেকেন্দ্রার মা-বোনদের তিনি ঝাঁটা, চটি নিয়ে পুলিশকে গ্রামেই আক্রমণ করার পরামর্শ দেন। বিধায়ক হবিবুর রহমান শেষ বক্তা হিসাবে সমর্থকদের উদ্দেশ্যে বলেন, আজকের ডেপুটেশনেও যদি কোন কাজ না হয় তবে আমাদের বৃহত্তর আন্দোলনে নেমে প্রয়োজনে কারাবরণও করতে হতে পারে। এরজন্য সকলকে প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানান। জেলা কংগ্রেসের সহ-সভাপতি আলি হোসেন মন্ডল পুলিশ প্রশাসনকে সংযত করতে প্রয়োজনে বিধায়কদের লাগাতার অনশনের কথা বলেন। মহকুমা শাসক ও পুলিশ প্রশাসক যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেবেন বলে জানিয়েছেন। পুলিশ অপরাধ দমনে যদি কংগ্রেসের সঙ্গে সহযোগিতা না করে তবে কংগ্রেস আন্দোলনের চরম রাস্তায় যেতে বাধ্য হবে বলে আলি হোসেন জানান। উল্লেখ্য গত ৪ আগষ্ট সমসেরগঞ্জ যুব কংগ্রেসের ডাকে সমসেরগঞ্জ থানায় আইন অমান্য আন্দোলন হয়। প্রায় ৫ হাজার সমর্থক ও কর্মী এই আন্দোলনে যোগ দেন। ঐ সমাবেশে ব্লক কংগ্রেসের সভাপতি হাজি হাসান আলি তাঁর বক্তব্যে বলেন সমসেরগঞ্জ থানা অফিসার থানাকে সিপিএমের (৩য় পৃষ্ঠায়)

2 YEARS WARRANTY

WEBEL NICCO TV

Dealer :

Bharat Electronics

Raghunathganj ✪ Phone : 66-321

Sengupta Elcetronics

Raghunathganj, Murshidabad

বিশেষ আকর্ষণ ঃ বিভিন্ন ডিজাইনের পছন্দ ও টেকসই কোবরা ছাপা শাড়ী।

আর কোথাও না গিয়ে আমাদের এখানে অফুরন্ত সমস্ত রকম সিল্ক শাড়ী, কাঁথা ষ্টিচ করার জন্য তসর থান, কোরিয়াল, জামদানী জোড়, পাঞ্জাবীর কাপড়, মুর্শিদাবাদ পিওর সিল্কের প্রিন্টেড শাড়ীর নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

উচ্চ মান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বাঘিড়া ননী এণ্ড সন্স

মির্জাপুর ॥ গনকর

ফোন নং ঃ গনকর ৬২০২৯

শারদীয়ার অভিনন্দন গ্রহণ করুন ঃ—

পছন্দসই টেকসই

সব বয়সেই

মানানসই

রঘুনাথগঞ্জ ব্লক নং-১

রেশম শিল্পী সমবায় সমিতি লিঃ

(হ্যাণ্ডলুম ডেভেলপমেণ্ট সেণ্টার)

রেজিষ্ট্রী নং—২০ ॥ তারিখ—২১-২-৪০

গ্রাম মির্জাপুর ● পোঃ গনকর ● জেলা মুর্শিদাবাদ

ফোন নং—৬২০২৭

ঐতিহ্যমণ্ডিত সিল্ক, গরদ, 'কোরিয়াল, জামদানী জাকার্ড, সার্টিং থান ও কাঁথাষ্টিচ শাড়ী সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়। সরকার প্রদত্ত ডিসকাউণ্ট (ছাড়) দেওয়া হয়।

॥ সততাই আমাদের মূলধন ॥

সনাতন দাস — সভাপতি
ধনঞ্জয় কাদিয়া — ম্যানেজার
সনাতন কালিদহ — সম্পাদক

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন হইতে অমুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত